আজব দেশ

[আধুনিক নাটক]

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৫২

মূল্য আট আনা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—৯. ১০. ৪৫

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এতে আছে

যাদের শুধু গোঁপ আছে

মহামহিম আজবদেশসম্রাট গুম্ফকুলতিলক বলীবর্দ্দক সিংহ

মহামান্য গুম্ফকেতন মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য

কোতোয়াল গুম্ফাদিত্য

গুম্ফ পার্শ্বচরযুগল

যাদের শুধু টিকি আছে

টিকীশ্বর

চৈতন

চুট্‌কি

যাদের শুধু দাড়ি আছে

দাড়িদীন

চোপা

চাপা

শিখা—ছোট মেয়ে

হুরু—ছোট ছেলে

এক

রাজপ্রাসাদ। আজব দেশের প্রজারা সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী

চৈতন। এ চলবে না, এ কিছুতেই চলবে না।

চোপা। কখনই না। ভিন্‌দেশী গুঁফো জাত আমাদের বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়াবে, তা কখনই চলবে না।

টিকীশ্বর। আমাদের আজব দেশ হ'ল এক সোনার দেশ, অথচ আমরা পাই না খেতে! বল তো সবাই, এ কি ন্যায়ের শাসন!

অন্য সকলে। বল তো, সবাই বল তো!

শিখা। (কাঁদ-কাঁদভাবে) আজ সকলে চার পয়সা দিয়ে আল্লাদী পুতুল কিনতে গেলুম, দোকানদার কি বললে জান? বললে, ভাগ্‌ ভাগ্‌, পুতুলের দাম চার আনা।

সুরু। আর—আর আমাকে কিছুতেই এক পয়সায় আধতেলা ঘুড়ি দিলে না।

চোপা। চোপ রও শিখা, চোপ রও সুরু। আমরা মরি পেটের জ্বালায়, আর এদের বায়না—পুতুল আর ঘুড়ি!

চুট্‌কি। যা, যা। তোরা এই হাঙ্গামের মধ্যে কেন আমাদের পিছু নিয়েছিস?

শিখা। বাঃ রে বাঃ! রাজবাড়িতে নালিশ করতে আসব না?

সুরু। বলব না দোকানদারের বদমাইশির কথা?

চাপা। চাপা দে, চাপা দে। রাজা তোদের কথা শুনে উলটে যাবে!

দাড়িদীন। আহা, বাচ্চা—ছেলেমানুষ। ওরা ভাবে, এখানে পাবে আদর, সম্রাট শুনবে ওদের আবদার।

টিকীশ্বর। কিন্তু ওরা কেঁদে ককিয়ে মরলেও, সে কান্না রাজার কানে ঢুকবে না।

চৈতন। এ চলবে না, এ কিছুতেই চলবে না।

দাড়িদীন। কিন্তু এর একটা বিহিত করতেই হয় টিকীশ্বর।

টিকীশ্বর। সত্যি, গুঁফো জাতের অত্যাচার আর তো সয় না।

চৈতন। টিকির দিব্যি, অসহ্য।

চোপা। দাড়ির কসম, অসহ্য।

টিকীশ্বর। একেই তো দেশের এই হাল, তবুও সম্রাট বসালে কিনা টিকির ওপর ট্যাক্‌সো!

দাড়িদীন। আর দাড়ির ওপর দণ্ড।

অন্য সকলে। টিকির ওপর ট্যাক্‌সো! আর দাড়ির ওপর দণ্ড! চলবে না, চলবে না।

চুট্‌কি। কিন্তু সম্রাট শুনবে কি আমাদের কথা? এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দর্শনই মিলল না।

চাপা। গুঁফো মন্ত্রী ব্যাটা সেই যে বসিয়ে গেল, এখনও ফিরল না।

টিকীশ্বর। যতই বেলা হোক, চাপা, আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

দাড়িদীন। আলবৎ, টিকীশ্বর, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

চোপা। কিন্তু, দাড়িদা, গুঁফো জাতের দাপটা দেখেছ? ভিন্ দেশ থেকে এসে নানান প্যাঁচে আজব দেশ জয় ক'রে ওরা ধরাখানাকে সরার মত দেখে।

চুট্‌কি। সরা! আরে, চোপাভাই, সে তো মস্ত বড়! বরং বল মধুপর্কের বাটির মত।

শিখা হি-হি ক'রে হেসে উঠল

চোপা। চোপ রও শিখা। এতে হাসির কি আছে? এটা আবার একটা রসিকতা হ'ল না কি?

শিখা। না চোপাখুড়ো, আমি চুটকিমামার কথা শুনে হাসি নি।

শিখা আবার হাসল

চোপা। তবে কি জন্যে দাঁত বার করিছিস, শুনি?

শিখা। [হাসি চেপে] মুরু একটা মজার ছড়া শিখেছে। কাল শোনাল। সেই কথা মনে প'ড়ে আমার ভারি হাসি পেয়ে গেল।

আবার হাসি

টিকীশ্বর। কি ছড়া রে মুরু? বল্, আমরাও শুনি।

মুরু। না না, আমি জানি না।

শিখা। জানে; আবার দুষ্টুমি হচ্ছে। বল শিগগির।

দাড়িদীন। বল্ না, এত শরম কিসের?

মুরু। আচ্ছা।

তারপর অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে

গুম্ফ রাজা ভাবেন মনে
গোঁফ জগতে সেরা।
জগৎ গোঁফ দিয়ে সব ঘেরা॥
লম্বা খাড়া বোঁচা সরু
গোঁফ যে রকমারি।
গোঁফের খোঁচায় মরি মোরা
গোঁফের খোঁচায় মারি॥
ভাবি মনে গোঁফগুলো সব
নিপাত হ'লেই বাঁচি।

সুযোগ পেলেই চালাই গোঁফে
কচকচাকচ কাঁচি।

চৈতন। হেঁ-হেঁ-হেঁ বেশ বলেছে—বেশ বলেছে, কচকচাকচ কাঁচি।

চাপা। চাপা দে, চাপা দে, ও কথা ক'স নি।

চুটকি। চুপ চুপ। রাজার জাতের নিন্দে! এখনি ডুডুং ঠুকে দেবে।

টিকীশ্বর। বোঝ ব্যাপার। আমাদের বলতে কি দেয় কিছু! চারিদিকে চর, বললেই ক্যাঁক ক'রে টুঁটি চেপে ধরবে।

চৈতন। তা ব'লে মন খুলে সত্যি কথাও বলতে পারব না?

দাড়িদীন। চৈতন, তোর এখনও চৈতন হ'ল না। আরে, সত্যি কি? আমরা যা বলতে চাই, তা নাকি সবই মিথ্যে! ওরা যা বলতে শেখায়, সেই হ'ল সত্যি।

টিকীশ্বর। কিন্তু মন তো এ লুকোচুরি মানতে চায় না। আমাদের হক্ কথা বলতেই হবে দাড়িদীন।

চৈতন। তোমরাই বিচার কর, তোমরা বয়োজ্যেষ্ঠ।

টিকীশ্বর। সম্রাটকে আমরা সেই কথাই তো জানাতে এসেছি, গুম্ফজাতির অন্যায় অবিচার আজব দেশের লোকেরা সইব না।

চুটকি। কিন্তু টিকিদা, সম্রাট যদি আমাদের কথা কানে না তোলে?

চাপা। সত্যিই তো যদি না তোলে? আমাদের তো ঢাল তলোয়ার নেই যে, লড়াই করব গুঁফো সেনাদের সঙ্গে।

টিকীশ্বর। নাই বা রইল। আমরা ওদের একঘরে করব। ওদের সঙ্গে কোন কাজ-কারবার রাখব না।

দাড়িদীন। ঠিক বলেছ, টিকীশ্বর, আমরা ওদের তৈরি টাকের তেল মাখব না, দাড়ির কলপ কিনব না।

চৈতন। আমরা ওদের ছায়াও মাড়াব না।

চোপা। আমরা ওদের ধোপা নাপিত বন্ধ করব।

চুট্‌কি। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

চোপা। চোপ রও চুট্‌কি, সবেতে 'কিন্তু কিন্তু' করিস নি।

চাপা। তবু ব্যাপারখানা সমঝাতে দাও, চোপাভাই।

টিকীশ্বর। এতেও যদি লাভ না হয়, সবাই খাওয়া বন্ধ করব, সবাই না খেয়ে মরব।

চুট্‌কি। অ্যাঁ, না খেয়ে মরব?

চাপা। এটা কি রকম হ'ল?

শিখা। বাঃ রে! রাগ ক'রে খাওয়া বন্ধ করলে মা পুতুল দেয় না?

টিকীশ্বর। দূর পাগলি, আমরা সবাই না খেয়ে মরলে ওরা সাম্রাজ্য করবে কাকে নিয়ে শুনি?

দাড়িদীন। কেয়াবাৎ, ঠিক বলেছ টিকীশ্বর?

ঝুরু। কিন্তু খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করবে যে?

চুট্‌কী। হাঁ, চুঁইচুঁই করবে, আলবৎ করবে।

চাপা। মাথাও বনবন ক'রে ঘুরপাক খাবে।

টিকীশ্বর। তাতে ক্ষতিটা কি হবে শুনি? এখন এক বেলা খেয়ে আধমরা হয়ে বেঁচে আছিস, তখন না হয় না খেয়েই একেবারে মরবি।

চুট্‌কি। আমার নির্জলা উপোস ধাতে সয় না।

চোপা। চোপ রও চুট্‌কি, আলবৎ তোকে উপোস করতে হবে। আমরা সবাই উপোস করব, তুই একাই আমাদের সবার খাবার ওড়াবি!

চাপা। চাপা দে, চাপা দে, ওসব পরের কথা পরেই হবে।

টিকীশ্বর। যাক, কথায় কথা বাড়ে। এখন আমাদের চাই কাজ। এই

বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। ভগবানের দয়ায় আমরা বাঁচবই। আমাদের এই সোনার আজব দেশ কারোর তাঁবে থাকতে পারে না, কারোর অত্যাচার মুখ বুজে সইতে পারে না। আমরা বাঁচব, গুঁফো ডাকাতদের দূর করব। এই আমাদের আজব দেশের পতাকা। এরই তলায় দাঁড়িয়ে, এস সবাই বলি—

টিকির ট্যাক্‌সো—

অন্য সকলে। চলবে না।

টিকীশ্বর। দাড়ির দণ্ড—

অন্য সকলে। চলবে না।

দাড়িদীন। টিকির ট্যাক্‌সো—

অন্য সকলে। চলবে না।

নেপথ্যে তূর্য্যনিনাদ ও ঢক্কাধ্বনি

চুটকি। ওই রে, সম্রাট আসছে রে!

টিকীশ্বর। জোরে বল, টিকির ট্যাক্‌সো—

অন্য সকলে। চলবে না।

দাড়িদীন। দাড়ির দণ্ড—

অন্য সকলে। চলবে না।

ঢাল-তলোয়ারধারী গুম্ফপার্শ্বচরযুগলের প্রবেশ

পার্শ্বচরযুগল। মহামহিম আজবদেশ-সম্রাট গুম্ফকুলতিলক সহস্রশ্রী বলিবর্দ্দসিংহ।

সম্রাট ও মন্ত্রীর প্রবেশ

সম্রাট। এখানে এত গোলমাল কিসের মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য?

মন্ত্রী। এত গোলমাল কিসের? তোরা কি চাস?

টিকীশ্বর। টিকির ট্যাক্সো—

অন্য সকলে। চলবে না।

দাড়িদীন। দাড়ির দণ্ড—

অন্য সকলে। চলবে না।

মন্ত্রী। ওরে, তোরা ঘেউ ঘেউ থামিয়ে মহামহিম সম্রাটের সহস্রশ্রীচরণারবিন্দে নিবেদন কর্, কি তোদের প্রার্থনা? আমাদের সদাশয় সম্রাট নিশ্চয় তোদের অভাব পূরণ করবেন।

টিকীশ্বর। [কুনিশ ক'রে] মহামহিম সম্রাট, আমরা—আজব দেশের অধিবাসীরা বড়ই দুরবস্থায় পড়েছি।

সম্রাট। দুরবস্থা! বিশাল গুম্ফসাম্রাজ্যে দুরবস্থা! মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য, এরা বলে কি?

মন্ত্রী। তাই তো, তোরা কি বলছিস?

সম্রাট। আমাদের গুম্ফজাতি জগতের মঙ্গল করার জন্যে ভগবানের কাছে আদেশ পেয়েছে। তাই তারা গুরুভার বহন করছে, অসভ্যদের সভ্য করার জন্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবার জন্যে। আর মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য, এরা কিনা বলে—দুরবস্থা!

মন্ত্রী। এদের সব কথাই অসত্য, মহামহিম সম্রাট। আমি খবর পেয়েছি, এদের অবস্থা খুব ভাল।

দাড়িদীন। না মহামান্য মন্ত্রী মহাশয়, আপনাদের গুম্ফজাতির কৃপায় আমাদের অবস্থা চরমে এসে পৌঁছেছে।

মন্ত্রী। অসত্য কথা, সব অসত্য কথা। গুম্ফজাতির সুশাসনে তোদের কল্যাণ হয় নি? তোরা আজ টাকের তেল পেয়েছিস কার দৌলতে? দাড়ির কলপ জুগিয়েছে কে? কে দিয়েছে ইস্পাতের

ভাল ভাল ক্ষুর-কাঁচি? কারা জলপানি দিয়ে শিখেয়েছে তোমার নাপিতদের ভিন্‌দ্বীপের ছাঁটকাট?

টিকীশ্বর। কিন্তু পেটের ভাত যে নিয়েছ কেড়ে? দেশে যে দুর্ভিক্ষ!

সম্রাট। মন্ত্রী, দেশে দুর্ভিক্ষ?

মন্ত্রী। অসত্য কথা, সব অসত্য কথা। আমি খবর পেয়েছি, দেশে দুর্ভিক্ষ নেই। ওরাই শস্য গুদামে লুকিয়ে রেখেছে।

টিকীশ্বর। পেটে নেই ভাত, জিনিসপত্তরের দাম আগুন, তার উপরে নতুন নতুন কর—টিকির উপর ট্যাক্‌সো আর দাড়ির দণ্ড!

প্রজারা সকলে। চলবে না, চলবে না।

মন্ত্রী। সভ্য হবি, আর সভ্যতার দাম দিবি না?

টিকীশ্বর। প্রাণে বাঁচলে তবে তোমার সভ্যতা।

মন্ত্রী। মূর্খের দল, এত ক'রেও তোদের শেখানো গেল না, আগে সভ্যতা তারপর প্রাণ। অসভ্য জংলী হয়ে বেঁচে থাকার মানে কি?

দাড়িদীন। থামুন, থামুন, আজ আর কথায় ভুলছি না।

প্রজারা সকলে। আমরা কথায় ভুলছি না।

টিকীশ্বর। আমাদের দাবি মানতে হবে।

প্রজারা সকলে। আমাদের দাবি মানতে হবে।

সম্রাট। এত দুঃসাহস! সম্রাটকে হুকুম!

পার্শ্বচরযুগল। [তলোয়ার আস্ফালন করে]

খবরদার; খবরদার
হুকুম যদি করিস আর—
এই চেয়ে দেখ্ হাতিয়ার—
কাটব তোদের কুচিকুচি ক'রে।

শিখা। [সভয়ে] ওরে বাবা রে!

মুরু। মেরে ফেললে রে !

চুট্‌কি। আমি তখনই বলছিলুম, আমায় টেনে আনিস নি। এখন সাবাড় ক'রে ফেললে বুঝি দিয়ে এক এক কোপ।

চোপা। চোপ্‌ চুট্‌কি চোপ্‌।

মন্ত্রী। কি রে? এখনও লড়াইয়ের সাধ আছে?

টিকীশ্বর। আমরা তোমাদের একঘরে করব।

মন্ত্রী। তার মানে?

দাড়িদীন। টাকের তেল মাখব না,
দাড়ির কলপ কিনব না।
গুঁফো জাতের সঙ্গে মোরা
কোনও কাজই রাখব না ॥

সম্রাট। মন্ত্রী, এদের মতলব ভাল নয় তো!

টিকীশ্বর। এতেও যদি না শোন তো
উপোস ক'রে মরব—
মোরা মরারও ভয় করব না ॥

সম্রাট জোরে হেসে উঠল

টিকীশ্বর। হাসির কথা নয়, তোমাদের লোভের শেষ করব।

সম্রাট। মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য, লোকটা কি পাগল?

মন্ত্রী। বদ্ধ উন্মাদ, প্রভু।

সম্রাট। আমার সাম্রাজ্যে পাগলের চিকিৎসা করার সুব্যবস্থা রয়েছে তো। আমার হুকুম, একে পাগলা-গারদে পোর।

পার্শ্বচরযুগল। যো হুকুম, যো হুকুম।

তারা টিকীশ্বরকে বন্দী করল

দাড়িদীন। এর মানে কি হ'ল ?

মন্ত্রী। লোকটা বদ্ধ পাগল, এর চিকিৎসার দরকার, নইলে আজব সমাজের দারুণ ক্ষতি। তাই আমাদের সদাশয় সম্রাট কৃপা ক'রে ওর বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন।

টিকীশ্বর। ভাইসব, আমায় পাগল সাজিয়ে দিলে। আমায় বিনা বিচারে আটক করলে। আমি যাই, তাতে ভয় পেও না। এদের একঘরে কর, এদের সঙ্গে কাজকারবার রেখ না। দরকার হ'লে উপোস ক'রে শুকিয়ে মর।

প্রজারা সকলে। আমরা তাই মরব—আমরা তাই মরব। টিকীশ্বরের জয়—টিকীশ্বরের জয়।

সম্রাট। যাও, পাগলাটাকে নিয়ে যাও।

একজন পার্শ্বচর টিকীশ্বরকে নিয়ে চ'লে গেল

দাড়িদীন। না না, ওকে ছেড়ে দাও। ও পাগল নয়। ছেড়ে দাও।

সম্রাট আবার জোরে হাসল

দাড়িদীন। আমরা টিকীশ্বরের—

প্রজারা সকলে। মুক্তি চাই।

দাড়িদীন। টিকীশ্বরের—

প্রজারা সকলে। মুক্তি চাই।

সম্রাট। এই আপদগুলোকে দূর করা হোক।

পার্শ্বচর। যো হুকুম।

তলোয়ার আস্ফালন ক'রে

খবরদার, খবরদার
এক দণ্ড থাকলে আর
এই চেয়ে দেখ্ তলোয়ার
কাটব তোদের কুচি কুচি ক'রে।

শিখা। ওরে বাবা রে! পালিয়ে আয় মুরু।

মুরু। পালাও, শিখাদি, পালাও।

উভয়ের প্রস্থান

পার্শ্বচরের আস্ফালনে প্রজারা ক্রমশ পিছিয়ে গেল

চুট্‌কি। প্রাণে মারলে রে, আয় চাপাভাই, দিই চম্পট।

চোপা। খুন করব চুট্‌কি।

পূর্ব্ববর্ত্তী পার্শ্বচর ফিরে এল

দাড়িদীন। টিকীশ্বরকে সত্যি কয়েদ করলে?

পার্শ্বচরযুগল। [তলোয়ার নিয়ে তেড়ে গিয়ে]

পালা তোরা পালা।

নইলে কাটব গলা॥

দাড়িদীন। আচ্ছা, আমরা দেখে নেব।

প্রজাদের প্রস্থান

সম্রাট। [উচ্চ হেসে] কাপুরুষের দল, এই মুরদ নিয়ে তোরা লড়াই করবি!

মন্ত্রী। মহামহিম সম্রাট, কুকুরেরা যতই ঘেউ-ঘেউ করুক, গুম্ফ-সাম্রাজ্যের রথ অবাধে চলবে প্রভু।

নেপথ্যে—একঘরে করব, না খেয়ে মরব

সম্রাট। মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য, আমাদের পাঠশালার গুরুমশায়গুলো অপদার্থ। সরকারী সাহায্য পেয়েও লোকগুলোকে সহবৎ শেখাতে পারে নি।

মন্ত্রী। আমি আজই তাদের বরখাস্ত করছি প্রভু।

দুই

রাজপ্রাসাদ। সম্রাট গালে হাত দিয়ে ভাবছেন। মন্ত্রীর গোঁফ চিন্তায় ঝুলে পড়েছে, বার বার চেষ্টা ক'রেও সে গোঁফ খাড়া রাখতে পারছে না

সম্রাট। তাই তো মন্ত্রী, এরা যে ভাবিয়ে তুললে।

মন্ত্রী। দুর্ভাবনায় আমার গোঁফে অকালে পাক ধরছে প্রভু।

সম্রাট। মনে করলুম, পাগলা ব্যাটাকে কয়েদ করলে ওরা ভয় পাবে, কিন্তু দেখছি আজব দেশে আগুন জ্ব'লে উঠল।

মন্ত্রী। এ ঘুঁটের আগুন নয়, সম্রাট—দাবানল।

সম্রাট। ওরা আমাদের সঙ্গে আড়ি করেছে, ওরা আমাদের সঙ্গে কাজ-কারবার বন্ধ করেছে।

মন্ত্রী। ওরা টাকের তেল মাখবে না, দাড়ির কলপ কিনবে না।

সম্রাট। ছোঁড়াছুঁড়ীরাও আমাদের পাঠশালায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

মন্ত্রী। এদিকে আমাদের ভিন্‌দ্বীপের তেলীরা না খেতে পেয়ে চিৎকার করছে। কলপওয়ালার দল বাজার নষ্ট হওয়ায় ক্ষেপে আগুন। এখন উপায়?

সম্রাট। তাই তো—উপায়!

মন্ত্রী। আজব দেশের জংলীগুলোর কি সবই অদ্ভুত! এরা ইচ্ছে ক'রে উপোস দিয়ে শুকিয়ে মরছে।

সম্রাট। ব্যাটারা মরলেই বাঁচি।

মন্ত্রী। কিন্তু প্রভু, গুম্ফরাজ কবিচূড়ামণি লিখেছেন—

গাই যদি দুধেল হয়
ঘাস বিচালি দাও।

নইলে পরে কোথায় বল
দুধ সর পাও ॥

সম্রাট। তা ঠিক। কিন্তু—উপায়!

মন্ত্রী। তাই তো—উপায়!

সম্রাট। দাঁড়াও আমি মাথা চুলকোই, নইলে উপায় বেরবে না। কোই হ্যায়?

একজন পার্শ্বচরের প্রবেশ

পার্শ্বচর। মহামহিম সম্রাট।

সম্রাট। ওরে গুম্ফরাম, আমার মাথাটা চুলকে দে তো। নইলে বুদ্ধি খুলছে না।

পার্শ্বচর। যো হুকুম।

সে মহা আড়ম্বরে সম্রাটের মাথা চুলকাতে লাগল

মন্ত্রী। কিন্তু এদের দাবি মানলেই বিপদ। গুম্ফ-কবির ভাষায়—

কুকুরকে দিলে নাই।
মাথার উপর করে ঠাঁই ॥

সম্রাট। ভাল ক'রে চুলকও। মতলব আসছে,…ওই আসছে।…হাঁ হাঁ, এল, এল। ধর ধর‥ ওই যাঃ, ফেঁসে গেল। [গুম্ফরামকে] তুই একটা উল্লুক, তুই একটা ভাল্লুক, তুই একটা—একটা বেবুন।

পার্শ্বচর। আজ্ঞে প্রভু, আমার অপরাধ?

সম্রাট। অপরাধ! মারাত্মক অপরাধ। এমন মাথা চুলকে দিলি যে মতলব আসি আসি ক'রে ফানুসের মত ফটাস ক'রে ফেঁসে গেল।

পার্শ্বচর। আজ্ঞে—

সম্রাট। রাজকার্য্যে বাধা। রাজদ্রোহ। মন্ত্রী একে এখনই আজব-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার কর।

পার্শ্বচর। আপনার সহস্রশ্রীচরণারবিন্দে ধপাস ক'রে পড়ি প্রভু। [পতন] অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সম্রাট। মন্ত্রী, এ কি মাফের যোগ্য ?

মন্ত্রী। প্রভু, আজবরক্ষা আইন শুধু আজবদেশবাসীর জন্যে। আমাদের গুম্ফজাতির উপর তা প্রয়োগ করলে নিয়মতান্ত্রিক অনিয়ম হবে সম্রাট।

সম্রাট। তাই তো, আচ্ছা, প্রথমবার গুম্ফরামকে সাবধান ক'রে ছেড়ে দেওয়া গেল।

পার্শ্বচর। [উত্থান। সেলাম ক'রে] মহামহিম সম্রাট আমাদের প্রতি অসীম দয়াবান।

সম্রাট। যাও।

পার্শ্বচরের প্রস্থান

সম্রাট। কিন্তু উপায় তো বেরল না, মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য ?

মন্ত্রী। মহামহিম সম্রাটের অনুমতি পেলে আমি একবার চেষ্টা করি।

সম্রাট। কর, কর, তাড়াতাড়ি কর।

মন্ত্রী। আমার বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিতে হবে প্রভু।

সম্রাট। তোমার আবার ফ্যাচাং অনেক ! কোই হ্যায় ?

অপর পার্শ্বচরের প্রবেশ

পার্শ্বচর। মহামহিম সম্রাট !

সম্রাট। মহামান্য মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে চান, তার ব্যবস্থা কর্।

পার্শ্বচর। যো হুকুম

প্রস্থান

মন্ত্রী। প্রভু, গুম্ফরাজকবি লিখেছেন—

ধোঁয়া,
তারে যদিও যায় না ছোঁয়া—
সে বুদ্ধিমানের মোয়া।

আর এক জায়গায় লিখেছেন—

বুদ্ধির গোড়ায় দিলে ধোঁয়া,
খোলে জট-পাকানো সুতোয় সোঁয়া।

অর্থাৎ কিনা, সুতো তো খোলেই, এমন কি তার সোঁয়াগুলো পর্য্যন্ত খুলে আসে। আহা, যেমন ভাব, তেমনই ভাষা!

সম্রাট। মন্ত্রী, রাজকবির নতুন উপাধি হোক—মহামহাকাব্যোপাধ্যায়।

পার্শ্বচরের প্রবেশ। তার দুই হাতে দুই প্রকাণ্ড ধুনুচি, রাশি রাশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে

মন্ত্রী। এই যে, দাও।

সামনে দুই ধুনুচি বসিয়ে মাথায় ধোঁয়া দিতে লাগল

মহামহিম সম্রাট, এ এক অব্যর্থ ঔষধ, মহামান্য রাজবৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব আবিষ্কার। এখন আমার মাথা সব ধোঁয়াটে। কিন্তু সেই ধোঁয়ার মধ্যে থেকে—[হঠাৎ লাফিয়ে নাক-কান চেপে নাকী সুরে] পেঁয়েছি, পেঁয়েছি, পেঁয়েছি—

সম্রাট। ছিপি আঁট, ছিপি আঁট, নইলে নাক কান দিয়ে মতলব পালিয়ে যাবে।

পার্শ্বচর মন্ত্রীর নাকে কানে ছিপি আঁটল

সম্রাট। আঃ, এইবার বল, শিগগির বল।

মন্ত্রী। মহামহিম সম্রাট, মন্ত্রগুপ্তি। দপ্তরী গোপনতা। পার্শ্বচরকে যেতে আদেশ করুন প্রভু।

সম্রাট। যা যা, এখনি যা।

পার্শ্বচরের প্রস্থান

বল, কি উপায়?

মন্ত্রী। [ছিপি খুলে] মহামহিম, এ এক অপূর্ব্ব তথ্য। আমার কানে কে যেন বললে, ওরে বোকা, এটা জানিস না—

একশত ছিল এক, ছিল নাকো ভরসা
এক হ'ল এক শত, সব দুখ ফরসা।

সম্রাট। কি হ'ল?

মন্ত্রীর পুনরাবৃত্তি

সম্রাট। হেঁয়ালির মানেটা কি হ'ল?

মন্ত্রী। দেখুন না মানে। আপনি শুধু দাড়িদের আসবার হুকুম করুন— শুধু দাড়িদের, টিকিরা যেন না আসে। তারপর আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিন।

সম্রাট। তথাস্তু। কোই হ্যায়? কোই হ্যায়?

পার্শ্বচরের প্রবেশ

সম্রাট। যা, দেড়েদের ধ'রে আন্। টিকেরা যেন না আসে।

পার্শ্বচর। তারা সকলেই দরবারে অপেক্ষা করছে, মহামহিম সম্রাট, টিকীশ্বরের মুক্তির দাবি নিয়ে।

মন্ত্রী। তাদের বল্, টিকীশ্বর মুক্তি পাবে। শুধু দাড়িরা একবার আসুক।

সম্রাট। তোমার মতলবখানা কি মন্ত্রী? টিকীশ্বরকে ছেড়ে দেবে?

মন্ত্রী। হ্যাঁ প্রভু, দেখুন না মজা। টিকীশ্বরের মাথায় এবার টাক পড়বে, সে আর কিছুই করতে পারবে না। শুধু দাড়িদের আসতে হুকুম দিন।

সম্রাট। দেখি তুমি আবার কি ফ্যাসাদ বাধাও। যা, দেড়েদের ধ'রে নিয়ে আয়।

পার্শ্বচর। যো হুকুম।

প্রস্থান

সম্রাট। দেখো, মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য, গুম্ফজাতির শক্তি খর্ব্ব না হয় যেন।

মন্ত্রী। না প্রভু, এতে শক্তি হাজার গুণ বাড়বে।

নেপথ্যে—"টিকীশ্বরের–মুক্তি চাই।" চীৎকার করতে করতে দাড়ির দলের প্রবেশ

দাড়িদীন। সম্রাট, আমরা টিকীশ্বরের মুক্তি চাই।

মন্ত্রী। মহামহিম সম্রাটের অপার করুণা। তিনি টিকীশ্বরের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন।

দাড়ির দল। আদেশ দিয়েছেন! জয় টিকীশ্বর! জয় আজব দেশ!

দাড়িদীন। কোথায় চৈতন, কোথায় চুট্‌কি, তাদের খবর দাও। আবার বল—জয় টিকীশ্বর।

দাড়ির দল সকলে বললে, "জয় টিকীশ্বর"

মন্ত্রী। কিন্তু বোকার দল, টিকীশ্বরের জন্যে তোরা এত মাথা খুঁড়ছিস কেন? সে তোদের কে, শুনি?

দাড়ির দল। সে আমাদের নেতা।

মন্ত্রী। অ্যাঁ, বলিস কি! এক ব্যাটা টিকে হ'ল দাড়িদের নেতা!

চোপা। কেন? এতে অবাক হবার কি আছে?

মন্ত্রী। হব না, অবাক হব না? তোরা পয়লা নম্বরের বোকা।

আমরা তোদের মঙ্গল চাই, তাই তোদের বোকামি দেখলে কষ্ট হয়, সত্যি দুঃখ হয়, চোখে জল আসে। [চোখ মুছল]

দাড়িহীন। কেন? বোকামি কিসে?

মন্ত্রী। নয় তো কি? টিকেরা তোদের মনে প্রাণে ঘেন্না করে, তা জানিস মুখ্যুর দল?

চাপা। ঘেন্না! আরে, চাপা দাও, মন্ত্রীমশায়, চাঁপা দাও।

মন্ত্রী। টিকেরা দাড়ি রাখে না কেন বল্ তো? ওরা বলে—

দাড়িতে ছারপোকার বাসা।
দাড়ি রাখে যত চাষা॥

দাড়িরা সকলে। কি বলে, কি বলে?

মন্ত্রীর পুনরাবৃত্তি

দাড়িহীন। ওরা বলে? ওরা এ কথা বলে? কই, আমি তো শুনি নি?

মন্ত্রী। শুনবি কি ক'রে? ওরা কি তোদের মত বোকা? ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আমাদের গুপ্তচরেরা স্বকর্ণে শুনে এসেছে।

দাড়ির দল। শুনেছে, সত্যি শুনেছে?

মন্ত্রী। যদি মিথ্যে হয় তো আমি গোঁফ ছেঁটে ফেলব।

চোপা। টিকিদের এতখানি আস্পর্দ্ধা!

মন্ত্রী। ওরা তোদের চেয়েও চালাক কিনা, তাই তোদের নাচিয়ে নিজেদের সুবিধে ক'রে নিতে চায়।

চাপা। তাই না কি?

মন্ত্রী। নাকি! সত্যি, একদম সত্যি। ওরা আরও বলে, ওরা যদি দেশের মালিক হয়, তবে তোদের দাড়ি দিয়ে রাস্তার ঝাড়ু বানাবে।

চোপা। চোপ রও, খুন করব, ওদের খুন করব।

মন্ত্রী। না না না, খুন এখন করিস নি। যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ তোদের কোনও অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না। গুম্ফজাতি ভগবানের কাছে আদেশ পেয়েছে জগতের মঙ্গল করার জন্যে। আমরা কি তোদের ওপর অবিচার সইতে পারি?

দাড়িদীন। কিন্তু—

মন্ত্রী। এতে আর কিন্তু কি? জানিস, ওরা দলে ভারী?

দাড়িদীন। তা ভারী বইকি।

মন্ত্রী। ওরা বলেছে, ওরা জোর ক'রে তোদের দাড়ি ওপড়াবে।

চোপা। চোপ রও, ওদের খুন করব, টিকি ছিঁড়ব।

মন্ত্রী। দেখ্, তোদের মধ্যে একটা গোলমাল বাধবে ভেবে এতদিন কিছু বলি নি। কিন্তু আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। টিকেরা যে রকম বেড়ে উঠেছে, যে রকম তোদের ঘাল করবার চেষ্টা করছে, তাতে না ব'লে থাকতে পারলুম না। ভগবানের কাছে জবাবদিহি করব কেমন ক'রে?

দাড়িদীন। মহামান্য মন্ত্রীমশায়, সত্যিই আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মন্ত্রী। তবু নিজেদের মধ্যে একটা ঝগড়া করিস না। দু দলে বোঝাপড়া ক'রে নে।

দাড়িদীন। বোঝাপড়া! এতে আর বোঝাপড়ার কি আছে? এত দিনে টিকেদের চিনেছি।

চোপা। টিকি বেইমান।

চাপা। টিকি শয়তান।

দাড়িদীন। ভাইসব, তোমরা বল, টিকির দল—

অন্য দাড়িরা। নিপাত যা।

দাড়িহীন। টিকির দল—

অন্য দাড়িরা। নিপাত যা।

দাড়িহীন। চল ভাইসব, টিকেদের উচিত শিক্ষা দি।

অন্য দাড়িরা। চল, চল, এক্ষুনি চল।

দাড়ির দলের প্রস্থান

সম্রাট। অদ্ভুত, মন্ত্রী এরণ্ডাচার্য্য অদ্ভুত! তুমি কি যাদু জান! আজব দেশের ব্যাপার দেখে তাজ্জব!

মন্ত্রী। এখন বুঝলেন, সম্রাট, হেঁয়ালীর কথা?

একশত ছিল এক ছিল নাকো ভরসা।
এক হ'ল একশত সব দুখ ফরসা॥

সম্রাট। বুঝলুম, খুব বুঝলুম।

মন্ত্রী। রাজনীতির গোড়ার কথাই এই—এক হ'ল একশত।

নেপথ্যে সোরগোল

সম্রাট। কি হ'ল আবার?

মন্ত্রী। ভাববেন না, প্রভু। ওষুধ ধরছে।

নেপথ্যে 'মার মার' চীৎকার

পার্শ্বচর ছুটে এল

পার্শ্বচর। মহামহিম সম্রাট, এদিকে বেজায় দাঙ্গা বেধেছে।

সম্রাট। দাঙ্গা!

পার্শ্বচর। হাঁ প্রভু, দাড়িরা টিকি ধ'রে টানছে, টিকিরা দাড়ি খামচাচ্ছে।

সম্রাট। কোতোয়ালকে খবর দাও।

মন্ত্রী। থাক্ প্রভু, ওরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করছে প্রজাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ করলে অন্যায় হবে সম্রাট।

সম্রাট। বেশ, তবে থাক্। কিন্তু দেখ গুম্ফচরণ, ওরা রাজপ্রাসাদের যদি কোনও ক্ষতি করে তবে তীর চালাতে ভুলো না, যাও।

পার্শ্বচর। যো হুকুম।

প্রস্থান

সম্রাট। [উচ্চ হেসে] ওষুধ ধরেছে, কি বল মন্ত্রী, ওষুধ ধরেছে।

মন্ত্রী। হাঁ প্রভু, একেবারে ধন্বন্তরি। যা ওষুধ দেওয়া গেল, তাতে আপনার নাতির নাতি তস্য নাতি তস্য নাতিও নির্ভাবনায় সাম্রাজ্য ভোগ করবে।

সম্রাট। ধন্য তুমি মন্ত্রী, তোমার বুদ্ধিতেই আজ জয়। আমি খুশি হয়ে আজ তোমায় খেলাত দিলুম মহামন্ত্রীবাহাদুর।

মন্ত্রী। [নত হয়ে] অধীনের উপর প্রভুর অসীম করুণা।

তিন

প্রান্তর। দাড়ির দল কুচকাওয়াজ করছে। তাদের কারুর মাথায় ফেটি বাঁধা, কারুর আঘাতের চিহ্ন। পুরোভাগে দাড়িদীন, হাতে বেগুনী পতাকা, তার উপরে—দাড়ি আঁকা। সবার পিছনে মুরু, সে ঠিকমত পা মেলাতে পারছে না, মাঝে মাঝে পা ঠিক করার চেষ্টা করছিল। ওরা কাওয়াজী গান গাইছিল

ডান বাঁ, ডান বাঁ
সমুখ পানে সবাই চা।
ডান বাঁ, ডান বাঁ
টিকির দল নিপাত যা॥
ডান বাঁ, ডান বাঁ
অরির বুকে দাড়ির পা
ডান বাঁ, ডান বাঁ॥

মুরু। আমি আর যে চলতে পারছি না।

দাড়িদীন। কথা ক'স নি, চ'লে আয়।

মুরু। পা যে টনটন করছে, পায়ে মস্ত বড় বড় ফোস্কা পড়েছে।

চাপা। আজকের মত এখানে থামলে হয় না?

দাড়িদীন। না। এত সহজে দমলে চলবে না। শৃঙ্খলা চাই।

আবার গান শুরু। মুরু ক্লান্ত হয়ে ব'সে পড়ল। চোপা কপালের ঘাম মুছল

দাড়িদীন। আচ্ছা, থাম।

সবাই থামল

এবার আমি বক্তৃতা করব।

দাড়িরা সকলে। সেই ভাল কথা, সেই ভাল কথা

দাড়িদীন। আমাদের এই নতুন পতাকা, আমরা এর সম্মান রাখব।

দাড়িরা সকলে। আলবৎ, আলবৎ।

দাড়িদীন। ভাই হো দাড়ি! ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়, আজ আমরা জেগেছি। আমরা এতদিন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে ছিলুম, আজ জেগে উঠে আমরা জ্ঞানের তাপে ঝাঁমু ইট—আমরা ঝাঁমু ইট—

সকলে হাততালি দিলে

দুশমন টিকেরা আমাদের ঘেন্না করে। ওরা বলে—

দাড়িতে ছারপোকার বাসা।
দাড়ি রাখে যত চাষা॥

অন্যেরা—কি শরম, কি শরম!

আমরা বলব—

টিকিতে যে উকুন পোষা।
কাটব টিকি, করুক গোসা॥

অন্যেরা—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ। পুনরাবৃত্তি

এদিকে টিকির দল একধারে এসে জটলা ক'রে বক্তৃতা শুনতে লাগল। তাদের কারও কারও অঙ্গে দাঙ্গার চিহ্ন

কিন্তু দাড়িরা ছোট কিসে—বল, কিসে ছোট?

অন্য দাড়িরা—কিছুতে নয়

দাড়ি সাহসী বীর। দাড়ি থাকে সামনে, বুকের উপর বুক ফুলিয়ে। আর টিকি—ভীরু, কাপুরুষ, থাকে মাথার পিছনে লুকিয়ে। তবেই বোঝ, কে বড়—টিকি না দাড়ি? হতে পারে টিকির বয়স বেশি, দাড়ির বয়স কম। টিকি আগে রাখা যায়, দাড়ি পরে গজায়। কিন্তু তাতে কি? টিকি নাবালকেও রাখতে পারে, কিন্তু দাড়ি

রাখে কে ? জোয়ান মরদ। [টিকিদের দেখে] চ'লে আয় বাপকি ব্যাটা কে আছিস, এসে প্রতিবাদ কর্।

টিকিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দাড়িরা হেসে উঠল

তবেই বোঝ দাড়ির দাপট ! আর টিকেরা বলে কিনা, এ হেন দাড়ি দিয়ে রাস্তার ঝাড়ু বানাবে !

অন্য দাড়িরা—"মার্ ব্যাটাদের মার্"

থাম, ঠাণ্ডা হও, মাথা গরম ক'রো না। আগে জোর আন, কুচকাওয়াজ কর, দিকে দিকে দাড়ির মাহাত্ম্য প্রচার কর, নইলে সর্ব্বনাশ।

টিকীশ্বর। তুমি ভুল করছ দাড়িদীন, আমরা কারুর সর্বনাশ চাই না।

চোপা। চোপ রও, চোপ রও।

চাপা। মার্, মার্ ব্যাটাকে।

দাড়িদীন। থাম থাম। কি বলতে চাও টিকীশ্বর, টিকি ছোট নয় ?

চৈতন। টিকি কারুর চেয়ে ছোট নয়। কথায় বলে—

আখর মাঝে রেফ আর মাথার উপর টিকি,
আমরা সবার উঁচু হয়েই আজব দেশে টি'কি।

দাড়িদীন। শুনলে, শুনলে কথা ? এর পরেও তোমরা মানবে না যে, টিকেরা তোমাদের ঘেন্না করে ?

অন্য দাড়িরা। মান্‌ব, আলবৎ মান্‌ব।

দাড়িদীন। দাড়ি কারুর চেয়ে ছোট নয়। দাড়ি টিকির কাছে কিছুতেই হার মানবে না। টিকির যা অধিকার আছে, দাড়ির সে অধিকার চাই।

অন্য দাড়িরা। আলবৎ চাই, আলবৎ।

শিখা একটি গানের কলি গাইতে গাইতে ঢুকে ওদের দেখে হঠাৎ থেমে গেল

চাপা। দাড়িদীন, টিকির মেয়ে গান গেয়েছে। দাড়ির ছেলে গান গাইবে না কেন ?

দাড়িদীন। আলবৎ গাইবে, ওরা যদি একবার গায়, আমরা একশো বার গাইব। এই সুরো, গান ধর্।

সুরু। আমি তো গান জানি না।

চোপা। চোপ রও, গান জানিস না কি ? আলবৎ গাইতে হবে। অধিকার বজায় রাখা চাই।

সুরু। সত্যি আমি গাইতে পারি না।

চাপা। চাপা দে, চাপা দে। হার মানবি ? আচ্ছা, আমিই গাইছি,

[বেসুরো] টিকিতে যে উকুন পোষা।
কাটব টিকি, করুক গোসা॥

টিকির দল হেসে উঠল, একজন হাঁচল

চোপা। হেঁচেছে, ওরা হেঁচেছে।

দাড়িদীন। তোরাও হাঁচ্, তোরাও হাঁচ্।

দাড়ির দলের হাঁচি

চৈতন। টিকীশ্বর, দেড়েদের এ কি আবদার ! আমরা গাইলে ওরা গাইবে ? আমরা হাঁচলে ওরা ভেঙচে হাঁচবে ?

দাড়িদীন। ওরা নাচে, মোরা নাচব।
ওরা হাঁচে, মোরা হাঁচব॥

হাঁচি ! সে কি সামান্য জিনিস ভাইসব ! হাঁচি জীবনের ধর্ম্ম, নাকের নর্ম্ম, ফুসফুসের কালোয়াতি ! হাঁচি বন্ধ কর, নাক সুড়সুড়

করবে ; চেপে রাখ, রোগ ধরবে। এই হাঁচিতে টিকির যতখানি অধিকার, দাড়িরও ততখানি।

চুট্‌কি। এ একটা কথার কথা! এ অন্যায় বায়না।

দাড়িদীন। কে বলে, অন্যায়? চল সম্রাটের কাছে, নাচ গান হাঁচি কাশির সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নিয়ম ক'রে দিক।

দাড়িরা সকলে। তাই চল, তাই চল।

চোপা। এই মুরু, তুইও আমাদের সঙ্গে আয়।

মুরু। আমি যে আর চলতে পারছি না, আমি এখানে বসি।

দাড়ির দল কুচকাওয়াজ ক'রে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান করল

টিকীশ্বর। চল হে চৈতন চুট্‌কি, আমরাও দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

মুরু। শিখাদি!

চৈতন। খবরদার শিখা, ওই দেড়ে ছোঁড়াটার সঙ্গে যদি কথা কয়েছিস তো দাঁত ভেঙে দেব।

চুট্‌কি। চ'লে আয় আমাদের সঙ্গে।

শিখা। আমার এখন সময় নেই। মা বলেছে শ্যামলা গাইকে খুঁজে আনতে। আমি যাই।

প্রস্থানোদ্যত। মুরু কাঁদ-কাঁদ হয়ে তার দিকে চাইল

টিকীশ্বর। ও থাক্ না। তোমরা চল।

টিকির দলের প্রস্থান

শিখা উঁকি মেরে দেখলে, ওরা অনেকদূর চ'লে গেছে

শিখা। [সাদরে] মুরু—

মুরু নিরুত্তর। সে অভিমানে ঠোঁট ফোলাতে লাগল

শিখা। [কাছে গিয়ে আদর ক'রে] মুরু, রাগ করেছিস বুঝি ভাই ?

মুরু। যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি, কথা কইব না।

শিখা। কি করব ভাই ? দেখলি তো ওদের খিঁচুনি !

মুরু। আমার কি দোষ ? আমার বুঝি দাড়ি আছে ?

শিখা। দূর পাগল ! আমারও কি টিকি আছে ?

মুরু। তবে ?

শিখা। তবে ভাব। কেমন ? চল্, রূপমতী নদীর ধারে বটের তলায় যে নতুন খেলাঘর পেতেছি, সেখানে যাই। পুতুলের বিয়ে দিতে হবে। তুই গাঁদাফুল তুলে আনবি, আমি ঘর সাজাব। তুই বকের পালক কুড়িয়ে আনবি, আমি মাথায় পরব। আমি তোকে তালপাতার ভেঁপু তৈরি ক'রে দেব, তুই বিয়ে-বাড়ি সানাই বাজাবি। কেমন ?

মুরু। আজ তো যেতে পারব না শিখাদি।

শিখা। কেন রে ? তুইও কি বুড়োদের মত হঠাৎ ক্ষেপে উঠলি ?

মুরু। না শিখাদি, আজ আর চলতে পারছি না। ওদের পাল্লায় সকাল থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ কুচকাওয়াজ ক'রে পায়ে ফোস্কা প'ড়ে গেছে।

শিখা। কই, দেখি পা ? [পা দেখে] ইস্, চাকা চাকা ফোস্কা, একটা আবার ফেটে গিয়ে দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছে !

মুরু। কখন থেকে বললুম, আমি আর চলতে পারব না। তবু ওরা আমার কথা কানেই তুললে না।

শিখা। ওদের কি একটুও দয়ামায়া নেই ? এখন বাড়ি যাবি কি ক'রে ? দাঁড়া, পা বেঁধে দি, আমার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি চল্।

শিখা নিজের কাপড় থেকে খানিকটা ফালি ছিঁড়ল

মুরু। ওকি কাপড় ছিঁড়লে যে ! তোমার মা মারবে না ?

শিখা। দূর পাগল, মা জানতেই পারবে না।

মুরু। যদি দেখে ফেলে ?

শিখা। বলব, শিয়ালকাঁটায় লেগে ছিঁড়ে গেছে।

মুরু। কিন্তু—

শিখা। থাম্ পাগলা। আমার জন্যে এত ভাবতে হবে না। [পা বাঁধতে লাগল] লাগছে ? তা একটু লাগবে ভাই, সেরে গেলে আর কিচ্ছু থাকবে না, বুঝলি। তোকে আমি আজই তালপাতার ভেঁপু ক'রে দেব।

মুরু। সত্যি দেবে তো ?

শিখা। দেব বইকি ভাই।

মুরু। কিন্তু শিখাদি, ওরা দেখলে যদি মারে ?

শিখা। দেখাবি কেন ? লুকিয়ে রাখবি।

চৈতনের প্রবেশ

চৈতন। শিখে-

শিখা মুরুর পা ছেড়ে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়াল

চৈতন। শিখে, তুই দেড়ে ছোঁড়াটার পায়ে হাত দিচ্ছিস ?

শিখা। না চৈতনকা, ওর পায়ে ফোস্কা পড়েছিল—

চৈতন। [ভেংচি কেটে] পায়ে ফোস্কা পড়েছিল ! তাই আমি পায়ে ধরতে গেছলুম ! ওরে আমার দরদীরে !

শিখা। কিন্তু তাতে হয়েছে কি চৈতনকা ?

চৈতন। কি হয়েছে ? মুখের ওপর কথা ! দেড়ে ছোঁড়ার পায়ে ধরা !

শিখা। কিন্তু ওর তো দাড়ি নেই।

চৈতন। ওর নেই, কিন্তু ওর বাপের আছে, ওর ঠাকুদ্দার আছে।

বেয়াদব মেয়ে! মুখের ওপর তক্ক! চল্, তোর কি শাস্তি হয় দেখবি।

চুল ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যেতে গেল

স্থরু। [উঠে দাঁড়িয়ে কান্নার স্বরে] না না, ওকে মেরো না, ওর কোনও দোষ নেই।

নেপথ্যে চীৎকার—

টিকি নাচে—নাচব।

টিকি হাঁচে—হাঁচব।

চৈতন। চল্ হতভাগা মেয়ে।

স্থরু। [খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল] ওকে মেরো না, ওকে ছেড়ে দাও।

সে চৈতনকে ধরল

চৈতন। সব্ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া।

এক ধাক্কা মারতেই স্থরু প'ড়ে গেল। সেই মুহূর্তেই দাড়ির দল ঢুকে ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়াল

চৈতন। আমাদের পাঁঠা আমরা লেজে কাটব, ততে কার কি?

টানতে টানতে শিখাকে নিয়ে প্রস্থান

দাড়িদীন। দেখ তোমরা, শুধু টিকেদের অত্যাচার দেখ। এই ছোট্ট বাছা, তাকে ব'লে ফেলে দিলে!

চাপা। আহা বাছা রে, কোথায় লাগল তোর?

স্থরু। আমার কোথাও লাগে নি।

চোপা। লেগেছে, আলবৎ লেগেছে। আয়, কোলে আয়।

কোলে নিল

দাড়িদীন। দেখ ভাইসব, আজ আমরা বাটোয়ারা পেয়েছি, তবু

টিকিদের জুলুম কমে নি। তা কমতে পারে না। কারণ টিকি আর দাড়ি—তেল আর জল, এরা মিলতে পারে না।

টিকি দাড়ি দুই জাত।
দুয়ের মাঝে সংঘাত ॥

দুশমনদের সাথে আমরা থাকতে পারি না। আমাদের চাই নিজেদের দেশ, আমাদের চাই দাড়িস্তান।

দাড়িরা সকলে। আলবৎ, আলবৎ।

দাড়িদীন। তবে আজ থেকে আমাদের নতুন নাম হোক।

দাড়িস্তান, দাড়িস্তান—
নইলে মোদের অপমান—
নইলে মোরা দেব প্রাণ—
দাড়িস্তান, দাড়িস্তান।

সমবেত সঙ্গীত। কেবল মুরু অবাক হয়ে চেয়ে রইল

চার

প্রান্তর। দাড়িদীনের হাতে বেগুনে পতাকা। টিকীশ্বরের হাতে পুরনো আজব দেশের পতাকা। তারা তর্ক করছিল

টিকীশ্বর। এ হয় না, কিছুতেই হয় না দাড়িদীন।

দাড়িদীন। হয়, আলবৎ হয়। কেন হবে না শুনি?

আমাদের প্রাণ
দা-ড়ি-স্তা-ন।

টিকীশ্বর। না না, অখণ্ড আজব দেশ। তাকে ভাগ করা যায় না।

দাড়িদীন। আলবৎ যায়।

টিকি দাড়ি দুই জাত
দুয়ের মধ্যে সংঘাত ॥

আজ আমরা দাড়িস্তানের দাবিতে বিরাট সভা করব।

টিকীশ্বর। এ সভা আমরা হতে দেব না। তুমি আজব দেশের ক্ষতি করবে।

দাড়িদীন। উপকার করব। মস্ত উপকার। দাড়িস্তান আর টিকিস্তান আলাদা হ'লে দু জাতেরই মঙ্গল।

যায় যাবে যাক প্রাণ
ভাবী সমরে।
কেহ দাবি ছাড়িও না,
নাহি দম রে ॥
গিয়েছে জীবন যাক,
দাড়িস্তান বেঁচে থাক,
তাই করি হাঁক-ডাক
ঘরে ও পরে।

যায় যাবে যাক্ প্রাণ

গৃহ-সমরে ॥

আমি ভাবী দাড়িস্তানের এই পতাকা রোপণ করলুম।

টিকীশ্বর। আমিও অখণ্ড আজব দেশের পতাকা রাখলুম। এখানে বসি। দেখি তুমি কেমন ক'রে সভা কর। [বসল]

দাড়িদীন। আমিও বসি, দেখি তুমি কেমন ক'রে সভা বন্ধ কর। [বসল]

টিকীশ্বর। তোমার আবদারের কোন মানে হয় না দাড়িদীন। তুমি আজ চাইছ দাড়িস্তান। দুদিন বাদে যাদের চাপদাড়ি তারা চাইবে চাপদাড়িস্তান। যাদের চোপাদাড়ি তারা চাইবে চোপা-দাড়িস্তান—তখন আজব দেশের কি হবে?

দাড়িদীন। তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।

টিকীশ্বর। বেশ তো, এই যদি তোমার মত, তবে এস আমরা আগে গুঁফো ডাকাতদের হটাই। তখন যদি টিকিরা তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তখনই না হয় দাড়িস্তান নিয়ে মাথা ঘামিও।

দাড়িদীন। তোমার সঙ্গে আমি বাজে বকতে চাই না। [শুয়ে পড়ল। যেন স্বপ্ন দেখেছে] দাড়িস্তান—অপূর্ব্ব! আহা-হা—ওহো দাড়িস্তান, কবে তোমায় স্থাপন করতে পারব? দাড়িস্তান!

ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে লাগল

টিকীশ্বর। কাঁহাতক ব'সে থাকা যায়! আমিও খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। কে জানে এর পরে আবার কি হয়!

শুয়ে পড়ল

অখণ্ড আজব দেশ—তুমিই আমার আশা, তুমিই আমার স্বপ্ন।
অখণ্ড আজব দেশ !

নাক ডাকাতে লাগল

শিখা আর মুরু গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে ঢুকল। শিখার হাতে পুতুলের বাক্স। মুরুর হাতে তালপাতার ভেঁপু। মুরু মাঝে মাঝে বাজাচ্ছিল। শায়িত দুই মূর্ত্তিকে দেখে শিখা থমকে দাঁড়াল

শিখা। এই রে, খেলে রে ! এই মুরু, বাঁশী থামা।

মুরু। কেন শিখাদি ?

শিখা। ওই দেখ্ না, যেন দুই বাঘে শুয়ে ফোঁস ফোঁস করছে।

খিলখিল ক'রে মুরু হেসে উঠল

শিখা। চুপ চুপ, এখনই ওরা উঠে পড়বে।

মুরু। আমি হাসি চাপতে পারছি না শিখাদি। দাড়িদীনের দাড়ি যেন বাবুয়ের বাসা।

শিখা। টিকীশ্বরের টিকি যেন কেউটে সাপ।

মুরু। ওদের নাক ডাকছে যেন কামারের হাপর।

শিখা। ওই দাড়ি আর টিকিই যত নষ্টের গোড়া।

নরু। আমাদের এত ভাব কেন বল তো শিখাদি ? আমার দাড়ি নেই আর তোমারও টিকি নেই, কেমন ? তাই না ?

শিখা। তাই তো। আচ্ছা মুরু, ওরা খুব ঘুমচ্ছে, না রে ?

মুরু। হ্যাঁ, দেখছ না কেমন ফোঁস ফোঁস ক'রে নাক ডাকছে !

শিখা। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। এক কাজ করবি ?

মুরু। কি শিখাদি ?

শিখা। না, তুই বাচ্চা, তোর দ্বারা হবে না।

মুরু। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি।

শিখা। মুরু—

নিরুত্তর

আচ্ছা আচ্ছা ভাব। ভারি মজার হবে কিন্তু।

মুরু। বল না ছাই শিগগির।

শিখা পুতুলের বাক্স থেকে বার করল মস্ত এক কাঁচি

মুরু। এতে কি হবে শিখাদি ?

শিখা। সুযোগ পেলে চালাই ক'যে
কচকচাকচ কাঁচি।

আমি কাটব টিকি, তুই ছাঁটবি দাড়ি।

মুরু। [হাততালি দিয়ে নেচে উঠল] সত্যি শিখাদি, ভারি মজা হবে কিন্তু।

শিখা। আস্তে, উৎসাহে চেঁচিয়ে ফেলিস নি। তা হ'লেই সব ভেস্তে যাবে। চুপ। আয়।

ওরা সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। শিখা টিকি কাটল। মুরু আস্তে হাততালি দিয়ে উঠল

শিখা। এর নাম একে চন্দ্র, এবার দুয়ে পক্ষটা তুই সেরে ফেল্।

মুরু। দাও কাঁচি।

শিখা। তুই ছেলেমানুষ, একা পারবি নে। আমি দাড়িটা সামলে ধরি, তুই কাঁচি চালা।

শিখা দাড়ির গোছা ধরল, মুরু কাটল। শেষ পোঁচের সঙ্গে সঙ্গে দাড়িদীন ন'ড়ে উঠল

শিখা। পালিয়ে আয়, মুরু, পালিয়ে আয়। এখনি উঠে পড়বে। আড়াল থেকে মজা দেখবি আয়।

ওরা কাঁচি ফেলেই আড়ালে লুকোল

দাড়িদীন উঠল

দাড়িদীন। আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলুম, কে যেন আমার দাড়ি— [দাড়িতে হাত বুলিয়ে] আমার দাড়ি, আমার দাড়ি—[চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠল] আমার দাড়ি!

টিকীশ্বর চমকে উঠে পড়ল

টিকীশ্বর। তোমার দাড়ি! তাই তো! [মাথা চুলকতে গিয়ে সভয়ে] আমার টিকি, আমার টিকি—[চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠল] আমার টিকি!

দাড়িদীন। তোমার টিকি?

টিকীশ্বর। [কান্নার স্বরে] টিকিতে টাক।

দাড়িদীন। [কান্নার স্বরে] দাড়ি যে ফাঁক॥

উভয়ের পুনরাবৃত্তি

উভয়ের চোখ পড়ল কাঁচিতে

উভয়ে। কাঁচি! কাঁচি!

দাড়িদীন। আমার দাড়ি কোথায়?

টিকীশ্বর। আমার টিকি কোথায়?

দাড়িদীন। তুই ছেঁটেছিস।

টিকীশ্বর। তুই কেটেছিস।

দাড়িদীন। দেখাই মজা!

টিকীশ্বর। করছি সোজা।

দাড়িদীন টিকি ধরতে গেল। টিকীশ্বর দাড়ি টানতে গেল

উভয়ে। ওই যাঃ, গেল ফসকে! দেখি কেমন ফসকায়! আবার গেল ফসকে!

নেপথ্যে মুক্ত ও শিখা হেসে উঠল

টিকীশ্বর ও দাড়িদীন। কে হাসে! কে হাসে!

মুক্ত ও শিখা মঞ্চের উপর দিয়ে ছুটে পালাতে গেল

টিকীশ্বর। ছোঁড়া পালায়, ধর।

দাড়িদীন। ছুঁড়ী পালায়, ধর।

ছেলেমেয়েরা ধরা পড়ল। ওদের খেলবার বাক্স থেকে খেলনা ছড়িয়ে পড়ল। শিখার হাতে টিকি। মুক্তর হাতে দাড়ি।

টিকীশ্বর। এই যে আমার টিকি।

দাড়িদীন। এই যে আমার দাড়ি।

ছদিক থেকে ঢুকল টিকির দল আর দাড়ির দল

টিকির দল। কি আশ্চর্য্য! দাড়িদীন!
কোথায় গেল তোমার দাড়ি?
গেছে কি তা ধোপার বাড়ি!

দাড়ির দল। আরে তাজ্জব! টিকীশ্বর!
কোথায় গেল তোমার টিকি?
মাথার 'পরে টাকের সিকি!

টিকীশ্বর। [শিশুদের দেখিয়ে] এরাই কেটেছে।

দাড়িদীন। এরাই ছেঁটেছে।

দাড়ির দল। দাড়ির নেতার দাড়ি কই ?

টিকির দল। টিকির নেতার টিকি নেই।

উভয় দল। কেন, কেন এই সর্ব্বনাশ হ'ল ?

শিখা। আমরা ভাবলুম, টিকি আর দাড়ি নিয়েই যত মারামারি। দাও ওদের শেষ ক'রে।

ঝুরু। আমার দাড়ি নেই, শিখাদির টিকি নেই। তাই তো আমাদের এত ভাব।

উভয় দল। এরা বলে কি ?

শিখা। তোমাদের জন্যে আমরা কদিন খেলতে পাই নি।

ঝুরু। তোমাদের জন্যে আমরা কেবল কেঁদেছি।

শিখা। আয় ঝুরু, এরা এখন মারামারি করবে। আমরা খেলতে যাই।

ওরা পুতুল কুড়তে লাগল

অন্য সকলে। তাই তো! তাই তো!

টিকীশ্বর। ভাই দাড়িদীন, আজ আমার চোখ খুলেছে, তোমরা যা চাও, আমরা তাই দেব।

দাড়িদীন। ভাই টিকীশ্বর, আজ আমার ভুল ভেঙেছে, আর আমরা লড়াই করব না।

টিকীশ্বর। এস, আমরা সবাই টিকির বোঝা নামিয়ে ফেলি।

দাড়িদীন। আমরা সবাই দাড়ির জঙ্গল সাফ করি।

অন্য সকলে। সত্যি!

উভয়ে। সত্যি।

শিখার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝুরু ভেঁপু বাজাল

টিকীশ্বর ও দাড়িদীন। এস আমরা আজ নতুন সুরে গাই।—

টিকিমেধ দাড়িচ্ছেদ
নেই কোন ভেদাভেদ
নেই কোন কোপ
দূর হোক গোঁফ।

এদের কণ্ঠ ছাড়িয়ে শোনা গেল মুরুব্বি ভেঁপু

পাঁচ

রাজপ্রাসাদ। সম্রাট ও মন্ত্রী। উভয়ের গোঁফ খুলে পড়েছে। উভয়ে চিন্তাকুল হয়ে কোণাকুণি ভাবে পায়চারি করছে

সম্রাট। তাই তো মন্ত্রী, এ আবার কি হ'ল?

মন্ত্রী। আজব দেশের সবই তাজ্জব ব্যাপার।

সম্রাট। তোমার ওষুধ ধরল না?

মন্ত্রী। সব ভেস্তে গেল, প্রভু, সব ভেস্তে গেল।

সম্রাট। আচ্ছা, এই টিকিমেধ-দাড়িচ্ছেদ আন্দোলনটা কি ব্যাপার?

মন্ত্রী। যাদের টিকি আছে তারা টিকি কাটবে, যাদের দাড়ি আছে তারা দাড়ি ছাঁটবে।

সম্রাট। তবে আমাদের টাকের তেল—

মন্ত্রী। আর আমাদের দাড়ির কলপ—

উভয়ে। বেচব কি ক'রে?

সম্রাট। ভিন্‌দ্বীপের তেলীরা আমাদের তেল বার ক'রে ছাড়বে।

মন্ত্রী। কলপওলারা আমাদের রক্ত দিয়ে কলপ বানাবে।

সম্রাট। কে এই মহা সর্ব্বনাশ করলে?

মন্ত্রী। একটা ছোঁড়া আর একটা ছুঁড়ী।

সম্রাট। একটা ছোঁড়া আর একটা ছুঁড়ী!

মন্ত্রী। হ্যাঁ প্রভু, তারাই নতুন নেতা-নেত্রী।

সম্রাট। কোতোয়াল গুম্ফাদিত্য কি গুলি খেয়ে ঝিমচ্ছে? এত বড় একটা অন্দোলন শুরু হ'ল, আর তার নেতাদের গ্রেপ্তার করতে

পারলে না। আত্মরক্ষা আইনে তো কোতোয়ালের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী। কোতোয়ালের কোনও অপরাধ নেই প্রভু। সে তার কর্ত্তব্য ঠিক করেছে। এইমাত্র চরের মুখে খবর পেলুম, মহামান্য গুম্ফাদিত্য দুর্ব্বৃত্ত দুটোকে এখানেই নিয়ে আসছে।

সম্রাট। কয়েদ কর, কোতোল কর, যা হোক কিছু কর, নইলে গুম্ফ-সাম্রাজ্য যায় যায়।

মন্ত্রী। সে আর বলতে হবে না সম্রাট। অধীনের এ বাসনা মোটেই নয় যে, সে হয় গুম্ফ-সাম্রাজ্যের শেষ মহামন্ত্রী।

কোতোয়াল এবং শৃংখলিত শিখা ও মুরুর প্রবেশ

কোতোয়াল। মহামহিম সম্রাট, এরাই সেই দুর্বৃত্ত। এরাই বিশাল গুম্ফ-সাম্রাজ্যকে টলিয়ে দিয়েছে।

সম্রাট। এরাই জালিয়েছে আগুন?

কোতোয়াল। হ্যাঁ মহামহিম, একেবারে লঙ্কাকাণ্ড, প্রজাদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য প'ড়ে গেছে। টিকি-দাড়ি হাত মিলিয়েছে। আমাদের সদুপদেশ কানেও তুলছে না। আমাদের তীর-তলোয়ারের তোয়াক্কা রাখছে না।

সম্রাট। সৈন্যদল মোতায়েন ক'রে রেখেছ?

কোতোয়াল। ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি হয় নি প্রভু। এখন এদের বিচার করুন।

সম্রাট। এই, তোরা কি অপরাধ করেছিস?

শিখা ও মুরু। আমরা কিছু করি নি।

সম্রাট। কিছু করিস নি? তোরা দেশে আগুন জালিয়েছিস, শান্তিভঙ্গ

করেছিস। তোরা উল্লুক, তোরা ভাল্লুক, তোরা বেল্লিক, তোরা—তোরা—ওরাংউটাং—

কোতোয়াল। ছোঁড়াটা নয় কিচ্ছু।
ছুঁড়ীটা এক বিচ্ছু॥

মন্ত্রী। দুইই সমান। আজব দেশের দণ্ডনীতির বিধানে যে অপরাধ করে আর যে তার সাহায্য করে, দুইই সমান অপরাধী।

কোতোয়াল। এই, তোরা দোষ কবুল কর্, নইলে বেতিয়ে লাল করব।

শিখা ও সুরু। আমাদের কেন ধরলে? আমরা কিছু করি নি।

মন্ত্রী। কিছু করিস নি? বেত লাগাও, জলবিছুটি লাগাও।

শিখা ও সুরু। আমাদের কোন দোষ নেই।

মন্ত্রী। মস্ত দোষ, মস্ত দোষ। তোরা ঝগড়া থামিয়েছিস। আজব দেশকে অরক্ষিত করেছিস। তোদের অপরাধ—রাজদ্রোহ।

কোতোয়াল। এ ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া যায় না মহামহিম। কি শাস্তি হবে প্রভু?

সম্রাট। এমন শাস্তি, যাতে সবাই ভয় পায় এমন জঘন্য কাজ করতে।

মন্ত্রী। কি শাস্তি প্রভু?

সম্রাট। ছোঁড়াটার দণ্ড—যাবজ্জীবন একঠেঙে দাঁড়ানো; আর ছুঁড়ীটার দণ্ড—যাবজ্জীবন চেয়ার হয়ে থাকা।

হঠাৎ টিকীশ্বর আর দাড়িদীন ঢুকল। হাতে আজব দেশের প্রাচীন পতাকা

উভয়ে। তা আর হয় না বলীবর্দ্দসিংহ মশায়—

সম্রাট। কে? কে আমার নাম ধরে? কে বলে, হয় না?

উভয়ে। আমরা আজব দেশের দুজন অধিবাসী।

সম্রাট। এত বড় দুঃসাহস! সম্রাটের অপমান! কোতোয়াল!

মন্ত্রী। আপনি শান্ত হন প্রভু। আমি এদের কাছে জানি, ব্যাপারটা কি? [আগন্তুকদের]:শোন্ তোরা। তোদের মাথার ঠিক নেই। শেষে এই দুটো বাচ্চার কথায় দেশসুদ্ধ নেচে উঠলি? টিকিমেধ, দাড়িচ্ছেদ! সে আবার হয় নাকি?

উভয়ে। হয় না কেন?

মন্ত্রী। হয় বললেই হবে নাকি? আমরা তা হতে দেব কেন? আমাদের একটা মহান কর্ত্তব্য নেই? গুম্ফজাতি ঈশ্বরের কাছে ভারপ্রাপ্ত। টিকির আছে সংস্কৃতি আর দাড়ির আছে ঐতিহ্য। আমরা থাকতে এই সংস্কৃতি কিংবা এই ঐতিহ্য কি নষ্ট হতে দিতে পারি?

উভয়ে। আর দরদে কাজ নেই। আমরা তোমাদের চিনেছি।

নেই মোদের কোপ
দূর হোক গোঁফ
দূর হোক গোঁফ।

সম্রাট। রাজদ্রোহ, বিপ্লব। কোতোয়াল, গর্দ্দানা নাও।

কোতোয়াল। [তলোয়ার খুলল] আয়, তোদের সাবাড় করি।

আজব দেশের প্রজারা ঢুকল। সকলের মুখে দাড়ি, মাথায় টিকি, হাতে হাতিয়ার

আজবদেশবাসী। খবরদার, খবরদার,
চলবে না আর দিকদার
এই চেয়ে দেখ্ হাতিয়ার
কাটব তোদের কুচিকুচি ক'রে।

সম্রাট। অ্যাঁ, এরা আবার কারা! মাথায় টিকির টোপ, মুখে দাড়ির জঙ্গল!

আজবদেশবাসী সকলে।

মোরা আজব দেশের লোক।
আর চলবে নাকো রোক্ ॥
মোরা রেখেছি সব টিকি দাড়ি।
ভুলেছি আজ মারামারি ॥
বেফাঁস গোঁফের জুরিজারি ॥
মোদের কেটেছে দুর্ভোগ।
মোরা একই দেশের লোক ॥

সম্রাট। ওরে গুম্ফরাম, ওরে গুম্ফচরণ, এদের কয়েদ কর্, কোতোল কর্, গর্দ্দানা নে।

টিকীশ্বর। সে আর হয় না সিংহ মশায়, তারা সবাই কয়েদ হয়েছে।

দাড়িদীন। এবার আমরা তোমায় খাঁচায় পুরব।

সম্রাট। গুম্ফাদিত্য, এরণ্ডাচার্য্য, হাঁ ক'রে দেখছ কি? লড়াই কর। নইলে আমি একাই লড়ব।

উঠে দাঁড়াল

চৈতন। মিথ্যে চেষ্টা বলীবর্দ্দ মশায়। এই দেখছ লাঠি।

চাপা। চাপা দে, চাপা দে, এই তলোয়ার দিয়ে সিংহের গোঁফ চাঁচব।

চোপা। চোপ রও, এই মুগুর দিয়ে মাথা ভাঙব।

টিকীশ্বর। আর বীরত্বে কাজ নেই বলীবর্দ্দসিংহ মশায়। এখন মানে মানে ধরা দাও। তোমায় আমরা লোটাকম্বল সুদ্ধু তোমাদের দেশে পৌঁছে দেব।

মন্ত্রী। হেঁ-হেঁ, তাই চলুন মহামহিম সম্রাট। আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। আমাদের দুঃখটা কিসের? এরা টিকিও কাটে

নি, আর দাড়িও ছাঁটে নি। আমাদের তেল আর কলপের ব্যবসা নিয়ে এদের সঙ্গে একটা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি করা যাবে, কি বলেন ?

সম্রাট। তবে তাই হোক।

আজবদেশবাসী সকলে। এস, আমরা নবীন নেতাদের মুক্ত করি। এরাই আমাদের বর্ত্তমান, এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। এদেরই মুখ চেয়ে আমরা চলব। [মুরু আর শিখাকে মুক্ত করা হ'ল] এস, এদের বসাই সিংহাসনে। [বসাল]

টিকীশ্বর ও দাড়িদীন। ওরে, তোরা গানটা আবার ধর্।

তারা গান ধরল। মুরু হঠাৎ জামার মধ্যে থেকে ভেঁপু বার ক'রে সিংহাসনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল যেন তরুণ জাতির তূর্য্যনিনাদ। মঞ্চের আলো ক্রমশ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল

যবনিকা

এই লেখকের লেখা

অন্য নাটক

শহরতলী